ভাঙন রোধে নদী ঘিরে মণিপুরিদের মানববন্ধন

● ইসমাইল মাহমুদ

গত ছয় মাসে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ২০ বিঘা ফসলি জমি এবং সার্বজনীন শ্মশানঘাটের এক-তৃতীয়াংশ। ধলাই নদী এখন গ্রাস করতে চলেছে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের মণিপুরি অধ্যুষিত শিমুলতলা গ্রামসহ আশপাশের ৭-৮টি গ্রাম। যে কোনো সময় নদীতে বিলীন হতে পারে মণিপুরি সম্প্রদায়ের মহা রাস উৎসবস্থল মাধবপুর জোড়াম-প, মণিপুরি ললিতকলা একাডেমি ও মন্দির। চরম আতঙ্কে কাটছে নদীপারের এলাকাবাসীর। দীর্ঘদিন ভাঙন রোধে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। অগত্যা ৮ সেপ্টেম্বর নদীতীরে এক বিরল মানববন্ধনের আয়োজন করেছিলেন এলাকাবাসী।

শিমুলতলা গ্রামের মণিপুরি সমাজপতি চন্দ্র বদন সিংহের সভাপতিত্বে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন নারী-পুরুষ-শিশুসহ কয়েকশ মানুষ। উল্লেখ্য, ধলাই নদীর ভাঙন রোধে এলাকাবাসী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে আবেদন করেছিলেন দুই বছর আগে। এরই মধ্যে এসব গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকার অন্যতম উৎস ধানসহ সবজির জমি প্রায় পুরোটাই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ভাঙন গিয়ে ঠেকেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়িবাঁধে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মৌলভীবাজারের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কমলগঞ্জ পরিদর্শক মো. আবদুল মান্নান জানান, এলাকাটি মণিপুরি অধ্যুষিত। এসব গ্রামের নদীভাঙন রোধে প্রায় দেড় বছর আগে সাময়িক কিছু পদক্ষেপের উল্লেখ করে তিনি জানান, এখানে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। এ নিয়ে একটি প্রকল্প উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

পাম চাষে সফল মুক্তিযোদ্ধা

সৌমিত্র শীল চন্দন

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে পাম চাষ করে সফল হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা খায়রুল বাশার খান। বর্তমানে তিনি বালিয়াকান্দি উপজেলা আনসার-ভিডিপির একজন কর্মকর্তা। চাকরির পাশাপাশি পাম চাষ করে সময় কাটে। প্রথমে শখের বশে চাষ করে সফল হওয়ার পর এখন পুরোপুরি বাণিজ্যিকভিত্তিতেই চাষ করছেন। উপজেলার খোর্দমেগচামী গ্রামে তার বাড়ির পাশে আট একর জমিতে গড়ে তুলেছেন বিশাল পাম বাগান। প্রতিবছর এই বাগান থেকে আয় করছেন প্রায় ৭ লাখ টাকা। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন পাম চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

তিনি জানান, তার দুই ভাতিজা থাকে মালয়েশিয়ায়। মূলত তাদের পরামর্শেই ২০১১ সালে শখ করে পাম চাষ শুরু করেন। নিজের আট একর জমিতে যশোর থেকে ২০০ পামের চারা এনে রোপণ করেন। এখন তার বাগানে এক হাজারের বেশি পামগাছ, যার মধ্যে দুইশর মতো গাছে ফল ধরেছে। পামের গাছ থেকে প্রতি বছর ২-৩ বার ফল কাটা যায়। একটি গাছে ৪০ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় প্রতিটি গাছ থেকে একশ কেজির বেশি ফল পেয়েছেন। তবে রাজবাড়ী, বালিয়াকান্দিতে পামের কোনো মিল না থাকায় যশোর বা চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে বিক্রি করতে হয়। সেখানে এর অনেক চাহিদা। তিনি বলেন, 'সরকারি সহযোগিতা পেলে পাম ভাঙানো মেশিন স্থাপন করব। বাকি জমিতেও পাম গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিচ্ছি। আমার বাগান দেখে অনেকেই পাম চাষের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সবার সহযোগিতা পেলে বালিয়াকান্দিকে পামপল্লী হিসেবে গড়ে তুলতে পারব। এতে এলাকার বেকার সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।' উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা গোলাম ছামদানী জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এখানে পাম উৎপাদন ভালো হবে। সেই সঙ্গে এলাকার তেলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।

ফকিরের ব্রিজ নদীগর্ভে
বিপাকে ১০ গ্রামের মানুষ

● **মামুন রহমান**

সংস্কারের অভাবে শেষ পর্যন্ত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেল মনিরামপুরের হরিহর নদীর ফকিরের ব্রিজ। এতে ওই এলাকার মানুষকে এখন চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। আশপাশের ১০ গ্রামের মানুষ নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করলেও তা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় কেউ স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারছেন না। যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ফকিররাস্তা সংলগ্ন হরিহর নদীর ওপর ব্রিজটি দীর্ঘদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। এটি ভেঙে পড়ায় উপায়ান্তর না পেয়ে এলাকাবাসী পারাপারের জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে নিয়েছেন। এলাকাবাসী জানান, কেশবপুর উপজেলার বেলোকাটি গ্রামের জনৈক পীর গোলাম আলী ফকির জনস্বার্থে বহু বছর আগে হরিহর নদীর ওপর ব্রিজটি নির্মাণ করেন। ব্রিজটি তাই ফকিরের ব্রিজ নামে পরিচিত। তবে নির্মাণের পর ব্রিজটি আর কখনো সংস্কার করা হয়নি। এক যুগ ধরে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল। ব্রিজ সংলগ্ন নাগোরঘোপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইউনুস আলী বলেন, 'ব্রিজটি দীর্ঘদিন জীর্ণ অবস্থায় থাকলেও কোনো মহল এটি সংস্কারে এগিয়ে আসেনি।' এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, অবশ্যই হরিহর নদীর ওপর ব্রিজটি নির্মাণে তিনি উদ্যোগ নেবেন। এ ব্যাপারে তিনি এলাকাবাসীরও সহায়তা কামনা করেন।

মাঠে জলাবদ্ধতা : বন্দি শিক্ষক-শিক্ষার্থী

● **সঞ্জয় সরকার**

নেত্রকোনার কেন্দুয়া পৌর সদরের আদমপুর গ্রামের পণ্ডিত অ্যান্ড খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক থেকে দেড় ফুট পানি জমে আছে। এতে ওই স্কুলের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।

জানা গেছে, মাঠটি অপেক্ষাকৃত নিচু এবং সেখানে অনেক গর্ত থাকার কারণে বৃষ্টির পানি সরতে পারছে না। এতে চলতি বর্ষা মওসুমে সেখানে স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে বের হতে পারছে না। সারাদিন বন্দিদের মতো কাটাতে হচ্ছে। অন্যদিকে মাঠটি ব্যবহারের অনুযোগী বলে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারছে না। দীর্ঘদিন বন্ধ আছে শরীরচর্চার ক্লাস। মাঠটি সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সময়ে কিছু বরাদ্দ দেয়া হলেও তা দিয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন করা যায়নি। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ পণ্ডিত জানান, স্কুলটিতে লেখাপড়ার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে মাঠটিতে মাটি ভরাট করা জরুরি। বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে।

সাতলা-বাগধা সেচ প্রকল্পে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ

কৃষি ও পরিবেশ হুমকিতে

● **সুশান্ত ঘোষ**

বরিশালের সর্ববৃহৎ সাতলা-বাগধা সেচ প্রকল্পের আওতায় আগৈলঝাড়া উপজেলার পূর্বকাঠিরা পয়েন্টে প্রভাবশালীরা বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করায় সেখানকার অর্ধলক্ষাধিক মানুষ বিপর্যয়ের মুখে। ধ্বংসের আশঙ্কায় কৃষি ও পরিবেশ।

১৯৭৩ সালে গৃহীত এ প্রকল্প ১৯৮০ সালে শেষ হওয়ার পর বন্যাপ্রবণ বিশাল এলাকা কৃষিকাজের উপযোগী হয়ে ওঠে। বোরো চাষের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, আগৈলঝাড়া উপজেলা চেয়ারম্যান প্রভাবশালীদের নিয়ে সেচ প্রকল্পে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছেন। এতে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তারা সেচের মাধ্যমে যে বোরো ফসল ফলাচ্ছেন তা হুমকির মুখে পড়বে। সেচ প্রকল্পের উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরে বহু দরিদ্র মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। পূর্বকাঠিরা গ্রামের অশীতিপর কৃষক কালীপদ হালদার জানান, 'এখানকার সব মানুষই বছরে একটি মাত্র ফসল বোরোর ওপর নির্ভরশীল। এই চাষ বন্ধ হয়ে গেলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না।' এখানকার বাসিন্দা হীরালাল বলেন, 'বাঁধ দেয়ায় খালের পানি পচে গেছে। মাছ মরে যাচ্ছে। পানি দূষিত হয়ে পড়ছে।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানায়, উপজেলা চেয়ারম্যান কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের আওতায় এই সেচ খালে বাঁধ দিয়েছেন। উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোর্তুজা খান জানান, 'এই বাঁধ নির্মাণের ফলে কোনো অসুবিধা হবে না। গ্রামের বেকার যুবকরা ৩ মাসের জন্য বাঁধ দিয়ে মাছ ছাড়ছে।' তবে তিনি প্রকল্প এলাকায় বাঁধ দেয়ার কোনো অনুমোদন নেই বলে জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার দেবী চন্দ জানান, প্রাকৃতিক জলাধারে বাঁধ দেয়া বেআইনি। এ ঘটনা তদন্তে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে প্রধান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল-এর পরিচালক সুকুমার বিশ্বাস জানান, 'এ ধরনের বাঁধ জলাশয় আইনের বিরোধী। আমরা বিষয়টির খোঁজখবর নিচ্ছি।'